দৈনিক
ইত্তেফাক

15 MAR 2017

অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমান

ছাত্র সংসদ নির্বাচন হয়ত হবে কিন্তু নেতৃত্ব গড়ে উঠবে কি?

যদি ছাত্র সংসদ নির্বাচনের আয়োজন করা হয়, তাহলে দেখা যাবে অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে একতরফাভাবে নির্বাচন সম্পন্ন হবে। নির্বাচনে এক পক্ষ আসবে আবার অন্য পক্ষ আসবে না। ছাত্র সংসদ নির্বাচনে মেধাবী এবং ভালো শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করবে, প্রকৃত প্রতিনিধিত্ব এবং নেতৃত্ব গড়ে উঠবে—এমন প্রত্যাশা পূরণ হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই

সম্প্রতি ছাত্র সংসদ নির্বাচন নিয়ে বেশ আলোচনা হচ্ছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ছাত্র সংসদ নির্বাচন সম্পর্কে বক্তব্য রাখার পর বিষয়টি আরো গুরুত্ব পেয়েছে। রাষ্ট্রপতি বলেছেন, ছাত্র সংসদ নির্বাচন হওয়া উচিত। সেইসঙ্গে তিনি প্রশ্নও রেখেছেন, কেন ছাত্র সংসদ নির্বাচন হচ্ছে না? তবে ছাত্র সংসদ নির্বাচন না হলেও ছাত্র সংসদের কর্মকাণ্ড কিন্তু নির্বিঘ্নে অব্যাহত রয়েছে। কাজেই সাধারণ মানুষের অবগতির জন্য জানানো দরকার, ছাত্র সংসদ যেসব কাজ করত, তা একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে, কিংবা নেই, এমনটি ভাবার কারণ নেই। ছাত্র সংসদের প্রধান কাজসমূহ যেমন- এক্সট্রা কারিকুলাম, ছাত্র সংগঠনগুলোর অভ্যন্তরীণ নির্বাচন, নিজেদের মাঝে নেতৃত্ব গড়ে তোলা, নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন সঠিকভাবেই চলছে। হতে পারে একটি বড় অনুষ্ঠান আয়োজনের যে ব্যবস্থা সেটা তারা করতে পারছে না।

ছাত্র সংসদের কাজ যেমন— ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, বিতর্কসহ নানা আয়োজন বন্ধ হয়েছে, এমন বার্তা না দেওয়াই ভালো। তারপরও সঠিক যোগ্য নেতৃত্ব গড়ে তোলার জন্য ছাত্র সংসদ নির্বাচন জরুরি। বর্তমানে আমরা একটি গণতান্ত্রিক সমাজে বসবাস করছি। এখানে রাজনৈতিকভাবে জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত করা হয়। তারা জনগণের সার্বিক কল্যাণে কাজ করেন। তবে উচ্চ শিক্ষাঙ্গনে ছাত্র সংসদ নির্বাচন না থাকলেও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদ নির্বাচনের মতো ব্যবস্থা রয়েছে। খুদে শিক্ষার্থীরা ভোটের মাধ্যমে তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করছে। এতে তারা এক ধরনের গণতান্ত্রিক পরিবেশে বেড়ে উঠছে। তবে বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে ছাত্র সংসদের মূল স্টেকহোল্ডার হলো বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন। কিন্তু বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ক্যাম্পাসে দীর্ঘ দুই যুগ যাবৎ তাদের ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে তেমন একটা সহাবস্থান নেই। যখন যে রাজনৈতিক দল সরকারের ক্ষমতায় থাকে, সেই দলের ছাত্র সংগঠনের নেতৃত্ব ক্যাম্পাসে বেশি দেখা যায়। অন্য রাজনৈতিক দলের ছাত্র সংগঠনের উপস্থিতি তেমন চোখে পড়ে না। তবে এক সময় এই বিরোধ আরো ব্যাপক ছিল। রাজনৈতিক ছাত্র সংগঠনের এক গ্রুপকে ক্যাম্পাস কিংবা আবাসিক হল থেকে বের করে দেওয়ার মতো পরিস্থিতি অনেকাংশেই কমে এসেছে। যদি ছাত্র সংসদ নির্বাচনের আয়োজন করা হয়, তাহলে দেখা যাবে অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে একতরফাভাবে নির্বাচন সম্পন্ন হবে। নির্বাচনে এক পক্ষ আসবে আবার অন্য পক্ষ আসবে না। ছাত্র সংসদ নির্বাচনে মেধাবী এবং ভালো শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করবে, প্রকৃত প্রতিনিধিত্ব এবং নেতৃত্ব গড়ে উঠবে—এমন প্রত্যাশা পূরণ হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। প্রথম শ্রেণিতে প্রথম এমন শিক্ষার্থী নির্বাচন করবে—এমন দিনও আর নেই। তারপরও কোনো না কোনোভাবে প্রতিনিধিত্ব এবং নেতৃত্ব গড়ে উঠবে— যার হাত ধরে গণতন্ত্রের বিকাশ অব্যাহত থাকবে। ছাত্র সংসদ নির্বাচন বন্ধ হওয়ার কারণও রয়েছে। রোকেয়া হলের মেয়েদের ওপর আক্রমণের রেশ ধরেই ছাত্র সংসদ নির্বাচন বন্ধ হয়ে যায়। আবার ছাত্র সংসদ নির্বাচন করতে গিয়ে জসীমউদ্দীন হলে হত্যার ঘটনা ঘটে। আমাদের দেশে দীর্ঘদিন সামরিক শাসন ছিল। সামরিক শাসন ছিল চরম অবস্থাস্বরূপ। সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে আমাদের সমস্ত রাজনৈতিক দল সংঘবদ্ধভাবে প্রতিরোধ এবং প্রতিবাদ গড়ে তুলেছিল। ফলে রাজনৈতিক দলগুলোর মাঝে এক ধরনের সহ-অবস্থান ছিল। কিন্তু যখন গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠল, ঠিক তখনই রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে এক ধরনের দূরত্ব তৈরি হয়। পারস্পরিক সম্পর্ক এবং সহাবস্থানের অবনতি ঘটে। যখন রাজনৈতিক দল রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসে তখনই রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে এক ধরনের প্রতিপক্ষের সৃষ্টি হয়। ফলে মিটিং, মিছিল, সভা, সেমিনারসহ কোনো কর্মসূচির আহ্বান করা হলে অন্যপক্ষ সেখানে যাওয়ার মতো পরিবেশ নেই বলে উল্লেখ করে। ঠিক একই মনমানসিকতা আমাদের ছাত্র সংগঠনগুলোর। ছাত্র সংসদ নির্বাচন না হওয়ার জন্য এটিই প্রধান কারণ। ছাত্র সংসদ নির্বাচন করার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। ছাত্র সংগঠনগুলোর সঙ্গে আলোচনা করা হয়। কারণ ছাত্র সংগঠনগুলোই ছাত্র সংসদ নির্বাচনের প্রধান সুবিধাভোগী। রাষ্ট্রপতির ইচ্ছা অনুযায়ী হয়তো ছাত্র সংসদ নির্বাচন হবে, কিন্তু সত্যিকারের নেতৃত্ব এবং প্রতিনিধিত্ব গড়ে উঠবে কিনা তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক সমিতি কিংবা ডিন নির্বাচিত হন ভোটের মাধ্যমে। এবার ডিন নির্বাচনে অনেক অনুষদে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীই ছিলেন না। অনেকে বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান অনুষদের মতো বড় একটি অনুষদে প্রার্থীই পাওয়া যায় না। এই অবস্থা বিরাজ করছে আবাসিক হলগুলোতে। বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলাধুলা, উৎসব, সাংস্কৃতিকসহ নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন ছাত্ররাই করে থাকে। কাজেই এই সব আয়োজনে এখন যারা নেতৃত্ব দিচ্ছে, ছাত্র সংসদ নির্বাচন হলে তারাই নির্বাচিত হবে। তবে ছাত্রদের কল্যাণে যত টাকা জমা হয়, তা তাদের পেছনেই ব্যয় হয়। এখানে টাকা এদিক-ওদিক হওয়ার কোনো কারণ নেই। কারণ সরকার অডিটের মাধ্যমে টাকা দেয়। অনুষ্ঠানমালা আয়োজনের জন্য শিক্ষকরা কেবল গাইডলাইন দেন, শিক্ষার্থীরাই সব কিছু করেন। কাজেই ছাত্র সংসদ নির্বাচন হলে ওই ছাত্ররাই নির্বাচিত হবেন। কারণ সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সব কাজে তারাই লিপ্ত। নির্বাচনের জন্য যখনই ছাত্র সংগঠনগুলোর সঙ্গে বসা হবে, তখনই আরেক পক্ষ বলবে সেখানে যাওয়ার মতো পরিবেশ নেই। অন্য সময়ের তুলনায় বর্তমানে ছাত্র রাজনীতি অনেক ভালো আছে। ক্যাম্পাসে গোলাগুলি সহিংসতা নেই বললেই চলে। কাজেই আগের চেয়ে ছাত্র রাজনীতি অনেক উন্নত হয়েছে। কারণ এমনও সময় ছিল যখন শিক্ষক নিজে দাঁড়িয়ে থেকে ছাত্রের পরীক্ষা নিয়েছেন। পরীক্ষা শেষে শিক্ষক ছাত্রকে গাড়িতে তুলে দিয়েছেন। এখন যা দেখা যাচ্ছে, তা হলো এক রাজনৈতিক মতাদর্শের শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি ক্যাম্পাসে বেশি। ছাত্র সংসদ নির্বাচনে ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। এখন ডাকসু নির্বাচন না থাকলেও ক্যাম্পাসে পরিবেশ ভালো আছে। রাষ্ট্রপতি যেহেতু বলেছেন কাজেই ছাত্র সংসদ নির্বাচন করতেই হবে। আমার জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে নিবন্ধিত ছাত্র সংগঠনের সংখ্যা ১৮টি। এর মধ্যে রয়েছে বিএনসিসি, রোভার স্কাউট থেকে শুরু করে সাংস্কৃতিক জোট, উদীচী, সাংবাদিক সমিতিসহ ১৮টি সংগঠন। প্রত্যেক সংগঠনকে জায়গা এবং অনুদান দেওয়া হয়। এই সংগঠনগুলোর নেতৃত্ব নির্বাচনের মাধ্যমে নির্ধারণ করা হয়। সংগঠনগুলোর নির্বাচন হয় দলনিরপেক্ষভাবে। রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আমাদের ছাত্র সংগঠনগুলোর এক ধরনের সম্পর্ক রয়েছে। ছাত্র সংসদ নির্বাচনের জন্য রাজনৈতিক দলের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে আগ্রহ থাকতে হবে। রাষ্ট্র পরিচালনার কাজে যারা লিপ্ত তাদেরও সাহায্য-সহযোগিতা কাম্য। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, সকল ছাত্র সংগঠনকে এক সঙ্গে বলতে হবে যে, তারা ছাত্র সংসদ নির্বাচন চায়। তাহলে বাকি আয়োজন করাটা তেমন কঠিন হবে না। কারণ ছাত্র সংসদ নির্বাচনে একক কোনো ছাত্র সংগঠন একান্ত আগ্রহ দেখালে তা নানাজন নানাভাবে দেখবে।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে আমার মেয়াদকাল এই মাসেই শেষ হবে। কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা হলো, কোনো সংগঠন ছাত্র সংসদ নির্বাচন চায়নি। তারপরও বর্তমানে এক ধরনের ছায়া ছাত্র সংসদ রয়েছে। যেখানে যে অবস্থায় রয়েছে, সেখানে এক ধরনের নেতৃত্ব বিরাজ করছে। তবে ছাত্র সংসদ নির্বাচন না হলেও এক ধরনের নেতৃত্ব গড়ে উঠছে। কিন্তু এতে নেতৃত্বের স্বীকৃতি মিলছে না। বর্তমানে ছাত্র সংগঠনের নেতৃত্বে অবস্থানকারীরা ভাবেন তারা এক ধরনের নেতৃত্বের মধ্যেই রয়েছেন। ফলে ছাত্র সংসদ নির্বাচনের বিষয়টি তাদের কাছে গুরুত্ব সহকারে আসে না। সর্বোপরি বর্তমানে গণতন্ত্রের হাল ধরার জন্য যোগ্য নেতৃত্ব পেতে হলে ছাত্র সংসদ নির্বাচনের বিকল্প নেই।

● লেখক : উপাচার্য, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়